দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 02 NOV 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

শিক্ষাঙ্গন

নারী শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান

শিক্ষাই শক্তি। এটি মানুষের সুপ্ত গুণাবলী জাগ্রত করে। শিক্ষা মানুষের সকল প্রকার সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে। সত্যিকারের শিক্ষা আমাদের বেঁচে থাকার কলা-কৌশল আয়ত্ত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে জীবিকা অর্জনে সাহায্য করে। শিক্ষিত ব্যক্তি, সমাজ তথা দেশের সম্পদ। শুধু তাই নয়, একজন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি সভ্যতারও সম্পদ। কিন্তু আমাদের সমাজে শিক্ষা বিশেষ করে নারী শিক্ষা দারুণভাবে অবহেলিত। গত ১৬ আগস্ট "শিক্ষাঙ্গন" কলামে খুলনার ফারহানা ইসলাম জয়ার "নারী শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান" শীর্ষক লেখাটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। লেখিকার বক্তব্য তথ্যবহুল নিঃসন্দেহে। কিন্তু বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার বক্তব্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা ভেবে দেখতে হবে। তিনি নারীদের প্রাথমিক শিক্ষদানে টিভির গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দেশের সিংহভাগ মানুষ যেখানে দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়; পান্তা আনতে নুন তাদের পক্ষে টিভি দেখা কি বিলাসীতার পর্যায়ে পড়ে না?

নারী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে তাদের দুর্বল মনই বাধার সৃষ্টি করছে। দুর্বলতার পাশাপাশি রয়েছে তাদের সন্দেহ পরায়ণ মন। আর দুর্বলতা ও সন্দেহপরায়ণতা ভারি করছে কুসংস্কার। তাছাড়া আজকাল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কতো নারী দাম্পত্য জীবন পর্যন্ত অস্বীকার করে চলেছে লেখিকা বোধ হয় ভাবতে পারছেন না। শুধু তাই নয় ঘরের লক্ষ্মী স্ত্রী সন্তান লালন-পালনের পবিত্র দায়িত্ব পর্যন্ত বোঝা হিসেবে গণ্য করছে। আধুনিক নারী শিক্ষাকে হেয় করার মানসিকতা আমাদের নেই। কিন্তু যে আধুনিক শিক্ষা স্ত্রীকে স্বামী সন্তানের কাছ হতে দূরে সরিয়ে নেয়। পরিবারের অন্যান্য সদস্য-সদস্যাদের মাঝে দেওয়ালের সৃষ্টি করে সে শিক্ষা কোন ক্রমেই কাম্য হতে পারে না। তাতে অশান্তিই আনে— শান্তি নয়।

আমরা প্রকৃত নারী শিক্ষার পক্ষপাতী যে শিক্ষা একজন নারীকে স্ত্রী প্রেমিকা বান্দবী, সেবিকা ও গৃহিণী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। তারা গ্রহণ করবে সেই শিক্ষা যা তাদের আব্রু ও ধর্মীয় রীতি নীতিকে রক্ষা করবে। নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য কোন শ্রেণী বিশেষের সচেতনতা কাম্য ফলাফল আনয়নে সক্ষম হবে না। এ জন্য সমাজ সচেতন ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য "আত্ম উপলব্ধি"। এর অর্থ নিজেকে জানা। কিন্তু কোন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে হলে কাজের মাধ্যমে হাতে-কলমে তা সম্পাদন করা উচিত। কেননা "পুঁথিগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন— নহে বিদ্যানহে ধন হলে প্রয়োজন" সুতরাং হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে এ শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে তা স্থায়ী হতে বাধ্য। যেদিন এ দেশের ঘরে ঘরে নারী শিক্ষার উজ্জ্বল শিক্ষাটি জ্বলবে সেদিন সমাজ থেকে নারী নির্যাতন, যৌতুকের নিপীড়ন, সামাজিক বৈষম্য, কুসংস্কারের জড়তা মুছে যাবে। অতএব আমরা সেই দিনটির অপেক্ষায় আছি।

—মোঃ বাছেদ মিয়া (বাসু)